২৭/৫/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাইতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড চলিতেছে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। গত এক বছর ধরিয়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির তত্বাবধানে প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাইতে সর্বত্র সংস্কার কাজ চলিতেছে। ১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর আজ রাস্তাগুলিতে টিউবলাইট লাগানোর মাধ্যমে আলোকিত করা হইয়াছে। বেদখল হইয়া যাওয়া রেল লাইন সংলগ্ন লেক সংস্কার করা হইয়াছে। ঈশা খাঁ হলের মজা পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে মাছ চাষের কর্মসুচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়াছে, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা ও শিক্ষক প্রশাসনের সহায়তায় গাড়ীগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি ঘটাইতেছিলেন তাহা রোধ করা হইয়াছে। অবৈধ স্থাপনা ও ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার করা হইয়াছে। প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ভিসি'র অফিসে কোন ফাইল আটকাইয়া থাকিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজানোর ফলে ক্যাম্পাসের ভিতর কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিতেছে না। সন্ত্রাসী ও নেশাখোরদের আস্তানা হিসাবে পরিচিত বোটানিক্যাল গার্ডেনের চারিদিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়া টিকিট সিষ্টেম প্রবর্তন করায় বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিকভাবে লাভবান হইতেছে। কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীর (প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি) নির্মাণ কাজ চলিতেছে। ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী হলের নির্মাণ কাজ মাঝ পর্যায়ে রহিয়াছে। ইহাতে ছয়শতাধিক ছাত্রীর আবাসিক সংকট নিরসন হইবে। বর্তমান ২০০০-২০০১ সেশনে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের শিক্ষকদের জন্য তৈরী ইউটিলিটি ভবনে রাখা হইয়াছে।

ইত্তেফাক সংবাদদাতার সহিত আলাপকালে ভিসি প্রফেসর ডঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজমান, সেশনজটের কবল হইতে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ মুক্ত। বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া তিনি জানান।